বিশেষ সংবাদ

# লন্ডনের প্রথম চিলড্রেন হসপিসের পেট্রন হলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের খতীব আবদুল কাইয়ূম

হসপিটালের কথা সবাই জানলেও অনেকেই হসপিস নামক আরেক বিশেষ ও ব্যতিক্রমী সেবা ব্যবস্থার কথা জানেন না। হসপিসে মরন-াপন্ন বা জীবনের শেষ প্রান্তে আসা মানুষজনকে বিশেষভাবে সেবা দেয়া হয়।

ইস্ট লন্ডন এবং তার আশপাশ এলাকায় সেবা দেয়ার জন্য এমন দুটি হসপিস থাকলেও বাংলাদেশী বা মুসলমানরা এগুলো থেকে কোনো সেবা নিচ্ছেন না বললেই চলে। অথচ দুটি হসপিস এই সেবার জন্য বছরে প্রায় ১৫মিয়িন পাউন্ড ব্যয় করছে। ইস্ট লন্ডনের হেকনি এলাকায় শত বর্ষ প্রাচীন সেন্ট সোসেফ হসপিস কাজ করছে বয়স্কদের জন্য। আর ভেকটনে রয়েছে লন্ডনের প্রথম চিলড্রেন হসপিস- রিচার্ড হাউস। এই দুই হসপিস এবং ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে অতি সম্প্রতি।

বাংলাদেশী এবং মুসলিম কমিউনিটির মাঝে বিনামূল্যের এই ব্যতিক্রমী সেবা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়। ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান ইমাম ও খতিব শায়েখ আবদুল কাইয়ুম দুটি হসপিস পরিদর্শন করেছেন এবং এর সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হয়েছেন। রিচার্ড হাউস চিলড্রেন হসপিস তাকে পেট্রন হিসেবে গ্রহন করে সম্মানিত করেছে এবং সম্পর্ক সুদৃড় করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

হসপিসের সেবা কার্যক্রম: হসপিসে যারা সেবা নেন তাদের সকলেই মরনাপন্ন।

হার্ট ফেইলিওর, ক্যান্সার, দুটি কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়াসহ আরো নানা কঠিন রোগে আক্রান্তরা এখানে জীবনের শেষ দিনগুলোতে সেবা নেন। হসিপসের ভাষায়-এন্ড অব লাইফ কেয়ার। উল্লেখিত রোগ ছাড়াও আরো কোনো ভয়াবহ রোগের কারনেও শিশু বা বুড়ো যে কেউ, যে কোনো মূহুর্তে মারা যেতে পারেন- সেই সব রোগীদের এই হসপিসে বিশেষ ভাবে আবাসিক ব্যবস্থায় অথবা ঘরে ঘরে গিয়ে সেবা দেয়া হয়। প্রয়োজেন পরিবারের একাধিক লোককেও থাকার সুযোগ দেয়া হয়। আবার কেউ কেউ তাদের আত্মীয় স্বজনকে জীবনের শেষ সময়ে নিজ ঘরেই রাখেন কিন্তু তাদেরকে ঘরে এসে সেবা দিয়ে যায় হসপিস কর্মীরা।

এছাড়া পরিবারের লোকেরা কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চাইলে সেই রোগীকে নির্ধারিত সময়ের জন্য হসপিসে আবাসিক ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী এই সব রোগীরা যে কোনো মূহুর্তে মারা যেতে পারেন ধরে নিলেও এখানকার কোনো রোগী ২/৪ মাস থেকে দু-চার বছরও বেঁচে থাকেন। এইসব রোগীদের জন্য অত্যন্ত নিরিবিলি পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকা, খাওয়া, ঘুরাফেরা, আড্ডা দেয়া এমন কী জীবনের শেষদিন গুলোর জন্য সিগারেট পানের সুযোগ দেয়া হয়। এখানকার সেবা প্রদানকারীরাও জানেন এই হসপিসের সকলেই জীবনের শেষপ্রান্তে রয়েছেন-তাই তারা স্পেশাল সেবা দেয়ার জন্য প্রস্তুত এবং বিশেষ ভাবে যোগ্য। রোগীরাও শেষ জীবনে এই বিশেষ সেবা পেয়ে খুশী।

হসপিস পরিদর্শনে ইস্ট লন্ডন মসজিদের খতিব হেকনি এবং ভেকটনের দুটি হসপিস পরিদর্শন করে ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়েখ আবদুল কাইয়ুম বললেন, এমন সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে তার নিজেরও তেমন জানা ছিলো না। ঘরের কাছের এই সেবার সুযোগও নিচ্ছেন না বাংলাদেশী বা মুসলমানদের অনেকেই।

খতিব বলেন, হসপিসে মুসলমানদের জন্য হালাল খাবার এবং নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি কমিউনিটির মানুষকে প্রয়োজসে এই সেবা নেয়ার আহবান জানিয়ে বলেন,জুম্মার খুতবায়ও তিনি বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়াস চালাবেন। হেকনিতে সেন্ট সোসেফ হসপিসে ইমাম আবদুল কাইয়ুম কে স্বাগত জানান এর চীফ এক্সিকিউটিভ মাইক্যাল কিরেইন।তিনি জানান, এই হসপিসে ৪০টি বেড রয়েছে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে আরো প্রায় ২শ জনকে সেবা দেয় হয়। ভেকটনের রিচার্ড হাউস চিলড্রেন হসপিসের চীফ এক্সিকিউটিভ পিটার এলিস শায়েখ আবদুল কাইয়ুমকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ইমাম আবদুল কাইয়ুমপেট্রন হিসেবে আমাদের সাথে যুক্ত হতে রাজী হওয়ায় আমরা খুবই আনন্দিত।

উল্লেখ্য ভেকটনের এই হসপিসে বেশ কিছু বাংলাদেশীও সেবা নিচ্চেন। দুই চীফ এক্সিকিউটিভই বৃটেনের সর্ববৃহত মসজিদ ও মুসলিম সেন্টারের প্রধান ইমামের এই প্রথম ভিজিটকে ঐতিহাসিক হিসেবে বিবেচনা করেন এবং এর মাধ্যমে কমিউনিটির সাথে সম্পর্ক সুদৃড় হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

এই সেবা সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে সেন্ট জোসেফ হসপিস:০২০৮৫২৫৬০০০ এবং রিচার্ড হাউস চিলড্রেন হসপিস: ০২০৭৫৪০০২০০-এ যোগাযোগ করা যাবে।

# জামায়াতের শীর্ষ ৫ নেতাসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবীতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান

বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফতার, দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পরম অবনতি, রিমান্ডের নামে নির্যাতন এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী,সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ও কাদের মোল্লাসহ গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবীতে সেভ বাংলাদেশের ব্যানারে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে মঙ্গলবার এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেভ বাংলাদেশের সভাপতি ব্যারিষ্টার নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি নেতা মুহিদুর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি ব্যারিষ্টার আবু বকর মোল্লা, যুক্তরাজ্য খেলাফত মজলিসের আমীর মাওলানা আব্দুল কাদের সালেহ, ইসলামী ঐক্যজোটের ইউরোপের উপদেষ্টা মুফতি মাওলানা সদরুদ্দিন, বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকে'র আহ্বায়ক মাওলানা এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, জি-৯ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মেজর আবু বকর সিদ্দিক প্রমূখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার ৭২ সালের সংবিধান পুণঃপ্রতিষ্ঠা করে বাকশাল কায়েম করতে চায়। তারা রক্ষী বাহিনীর মতো গুপ্ত হত্যা শুরু করেছে।

সরকারের এ স্বৈরাচারী আয়োজনের বিরুদ্ধে জনগণ আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকার দেশ পরিচালনায ব্যর্থ হয়ে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের উপর জুলুম ও নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। বক্তারা বলেন, সরকার গণতন্ত্রের কথা বললেও তাদের কাজকর্মে গণতন্ত্রের কোন প্রতিফলন নেই। মিথ্যা মামলায় বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে নির্যাতন করে নির্যাতন করা হচ্ছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য?করে একনাগাড়ে ১৬ দিন রিমান্ডে রাখা হয়েছে। গ্রেফতাকৃতদের সন্তানরা কোর্ট হাজতে দেখা করতে গেলে তাদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে রিমান্ডে পাঠানো হচ্ছে। দেশে গণতন্ত্রের পরিবর্তে সর্বত্র জুলুমতন্ত্র চলছে। এ জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সারাদেশে এবং বিদেশে সরকারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ ও আন্দোলন শুরু হয়েছে। সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস, হত্যা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে। অপরদিকে সরকারের দেশ বিরোধী চুক্তি প্রকাশ হওয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ৫ নেতাসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে বিরোধীদলের আন্দোলনকে সংকোচিত করার চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় জামায়াতের শীর্ষ ৫ নেতাসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে, সরকারকে এজন্য চরম খেসারত দিতে হবে।

বক্তারা বলেন, জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী একটি আইনানুগ বৈধ রাজনৈতিক দল। সরকারের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানোর সাংবিধানিক অধিকার তাদের রয়েছে। কিন্তু সরকার জামায়াতকে বিরোধীদলের ভুমিকা পালন করতে দিচ্ছে না। সরকার নিজে সন্ত্রাস নৈরাজ্য সৃষ্টি করে উল্টো জামায়েতের বিরুদ্ধে নাশকতার মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে।

তারা অবিলম্বে জামায়াতের শীর্ষ ৫ নেতাসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান। সমাবেশ থেকে সেভ বাংলাদেশের সভাপতি ব্যারিষ্টার নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে জামায়াতের শীর্ষ ৫ নেতাসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীর মুক্তির দাবীতে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ জানতে চান?
তাহলে আজই ভিজিট করুন-
www.uknewsbangla.com
FOR TRUE BREAKING NEWS...